নদীর নিকটে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

BANGLADARSHAN.COM

ওল্টানো দূরবীনে

পৃথিবীতে আগে নাকি বড় স্বাদু শান্ত ছায়া ছিল
সুশিতল অন্তরে প্রান্তরে !
কাদম্বরী, মেঘদূত, পাণ্ডুচ্ছায়াপবন বৃতয়ঃ কৈতকৈ ;...
বসন্তসেনার চোখে মাদকতা
তাও যেন মাধ্বী সুষুপ্তির,
উজ্জয়িনী অবন্তীতে শ্যামলিনা নাগরিক মনে,
দুষ্যন্তের লাম্পট্যও গরীয়ান রাজ-সমারোহে।

বিস্মৃতির অস্ত আভা
চিরদিন অতীতকে মায়ায় ছোপায়।

সময়ের ওল্টানো দূরবীনে
একদিন আমাদের এ শহরও হবে বুঝি
সুদূর মধুর।

BANGLADARSHAN.COM

আর সব মুছে গিয়ে
জাগবে শুধু গম্বুজ, মিনার,
রেস কোর্স, রেড রোড, ইডেন গার্ডেন
মেমোরিয়্যাল থেকে মনুমেণ্ট,
হাওড়া ব্রীজ,–ইস্পাতের লেস্ যেন আকাশ-গ্রীবায়
এই শুধু ঝলমল স্বপ্নাতুর আচ্ছন্ন আলোয়।

প্রত্যহের প্রাণ-পণ্য খোঁজা
কাতারে কাতারে এই আমি
রাস্তায় ফুটপাতে,
বিলুপ্তির প্রান্তে ঝোলা
ট্রামে, বাসে, ট্রেনে,
এ আমার সংশপ্তক শুষ্ক রক্ত চোখ,
মোহাঞ্জন চক্ষে মাখা কোনো প্রত্নবিৎ
বলবে নাকি ছিল গাঢ় আবেশ রঙীন ?

মস্ত বড় বাজারের যত সব সর্পিল গলিতে
চোরাই বিবর থেকে
যে সমস্ত লক্‌লকে জিহ্বার লেহনে
আমাদের সময় পাণ্ডুর,
সব বুঝি ভুলিয়ে দেবে মেকী রূপকথা
উচ্ছ্বাসে ভেজাল !
বদ্ধমুষ্টি এ আমার নিরুদ্ধ হুঙ্কার
শোনাবে কি স্বকালের স্তুতির মতন ?

হায়, অন্ধ মূঢ় ভীরু কাল
আত্মপ্রবঞ্চক !

BANGLADARSHAN.COM

চৌরঙ্গী

বাস থামলেই হাঁক শুনবে,
চৌরঙ্গী।
নামতে পারো,
বদল যদি করতে চাও ত' তাও,
চার তরফেই রাস্তা খোলা–
সাগর পাহাড় অরণ্যে উৎসুক।
মন চাবে না, ঘুরতে হবে
হুকুম মেনে হলদে, সবুজ, লাল,
অনেক জনের মাঝে কেউ-না হয়ে।

অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো,
সবাই ভাবে,
দার্জিলিং কি দীঘা, পুরী
প্রয়াগ, হরিদ্বার
কিংবা আরো সুদূর কোনো
শুদ্ধ নির্জনতায়
ডালহাউসি, কুলু কি আলমোড়া।
যেখানে যাক,
পেট্রোল আর ডিজেল-ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে রক্তে বিষের মত,
চৌরঙ্গী !
যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
'আমি-তুমি'র শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন-বিজ্ঞাপন।
চৌরঙ্গী !
দুনিয়া খুঁজে যেখানে যাও,

BANGLADARSHAN.COM

ইতিহাসের একই অবোধ করুণ ঘূর্ণিপাক !
এই ঠিকানায় ফুরিয়ে গেল,
ভাবী কালের ডাক ?

BANGLADARSHAN.COM

সর্পযজ্ঞ

এখন উদ্যত অসি
কলম ও বল্লম !
এবার ঘৃণা-ই হোক
প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে !

হিংস্র হও দুর্নিবার,
ঘৃণ্য ক্রূর শঠতার
কণ্ঠনালী ছিন্ন করে' শাণিত নখরে
উদ্গাত রুধির উল্লসিত।

আমার এ সত্তা নয়
শুধু স্নিগ্ধ মাধুর্যে সার্থক।
শুধুই উদার প্রীতি, তিতিক্ষা, করুণা,
নয়ক সন্তোষ শুধু নিরাপদ নির্বীর্য শান্তির।

BANGLADARSHAN.COM

হিংসা ও জীবন-সত্য,
—যে হিংসা জানে না ক্ষমা
মিথ্যার পাপের
দয়াহীন দুষ্কৃত দলনে।

দৃপ্ত হও, দীপ্ত হও, হও ভয়ঙ্কর
রেখো জ্বালামুখী উৎস
বুকের গভীরে,
রুদ্র রোষ-বহ্নি-স্রোতে
নিমেষে যা পাপচক্র
ভস্ম করে প্রলয়-দাহনে।

শতাব্দীর সর্পযজ্ঞে
দনুজ-বিনাশ ব্রতে
দীক্ষা নাও আহিতাগ্নি বীর।

এক আকাশ অন্ধকার

একটি মানুষের মধ্যে আমি
এক আকাশ অন্ধকার দেখেছিলাম।

কতজনের সঙ্গেই'ত মিশি,
ভালবাসি, ঘৃণা করি, থাকি উদাসীন।
তারা সব টুকরো টুকরো আলো
উজ্জ্বল কি স্তিমিত।

তাদের চেনা যায়, পড়া যায়
মানেও পাওয়া যায় ছাড়াছাড়া।
তাদের সঙ্গে পরিচয় দিয়েই
জিবনের প্রাঞ্জল পুঁথি প্রতিদিন লেখা।
কিন্তু মন নিজের অগোচরে
খোঁজে সেই অনাদি আশ্চর্য অন্ধকার
সব অভিধান যেখানে অচল, সব নামতা নিরর্থক।
সেই এক আকাশ অন্ধকার
আমি পেয়েছিলাম একবার
পথে যেতে কোন এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে
দুপুর রোদে গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে
দুটি অতল চোখের মধ্যে।

সে পুরুষ কি নারী
কেউ যেন জানতে না চায়,
জানতে না চায় কি তার বয়স।
সে সময়ের অতীত, যৌনতার ঊর্ধ্বে।
তার অন্ধকার'ত না-এর শূন্যতা নয়,
নীহারিকা-গর্ভ এক রহস্য-নিবিড়তা।

সত্তার গহনে এই অন্ধকার যদি লুপ্ত হয়,
আমাদের সাজানো শহর
আর সফল জীবন'ত শুধু

BANGLADARSHAN.COM

পরিসংখ্যানের অঙ্ক।

এত খণ্ড খণ্ড আলোর জটলায়,
এত মাপজোকের দুনিয়ায়
সেই অন্ধকার বয়ে বেড়াবার মানুষ
কি সব ফুরিয়ে গেল !

BANGLADARSHAN.COM

স্বরগ্রাম

নিবিড় ঘুমের ঘেরাটোপ।
সত্তার সেই নীরন্ধ্র নিশা বিদীর্ণ-করা
যন্ত্রণার এক তড়িৎ-তরঙ্গে
সহসা উৎক্ষিপ্ত হলাম
কোন্ কুজ্ঝটি-বিহ্বলতায়,
চূর্ণ বিচূর্ণ সমস্ত চেতনামূল
সেখানে ছত্রাকার।
হারানো ছড়ানো সেই চৈতন্যের ঘুঁটি
খুঁজে সাজালেই কি মিলবে
জীবনের গহন ছক ?

অসহ যন্ত্রণা আর উত্তাল উল্লাস
মিলেছে শেষে বোধ-বৃত্তের এক বিন্দুতে।
সেই বৃত্ত ধরেই পরমায়ুর পরিক্রমা।
অবলুপ্তির বেদনা-সীমা থেকে
রোমাঞ্চের শীৎকার-শিখর পর্যন্ত
অনুভবের স্বরগ্রাম সাধা।
সে স্বরগ্রাম তবু সংগীতে কি সত্যি পৌঁছোয় ?

জীবনের ছন্দ আর মিল খোঁজা
হয়ত মিথ্যা,
মিথ্যা তার অর্থ খোঁজা।
এ শুধু নশ্বরতার বিলাস আর সান্ত্বনা।
জীবনের মর্ম সব সাজানো ছকের বাইরে।

BANGLADARSHAN.COM

সাক্ষী

রাতের অন্ধকার
কখন নামিয়ে দিয়েছে জানি না,
নদী দিয়ে বিনানো
ঝাপসা বিবর্ণ এই শহরে !
বিরল স্তিমিত তার কটা আলোয়
ছিল যেন ক্ষীণ একটি মিনতি।

সকাল হতেই বুঝলাম
এই নদী আমায় খুঁজছে
আর এই শহর।

পাথর-বাঁধানো, পায়ে পায়ে পিছল গলিটা
সাহস করে মুখ বাড়িয়েছে
সদর রাস্তার নোংরা কোলাহলে
শুধু আমায় ইশারায় ডাকার আশায়,
ইনিয়ে বিনিয়ে তার সাবেকী সমারোহ
আর হালের হেলাফেলার কথা শোনাতে শোনাতে,
কোথাও ভাঙা ধ্বসা মন্দিরের গায়ে
কোথাও পুরানো বট অশথের শিকড়ে
হোঁচট খাইয়ে,
সময়ের উজান বেয়ে নিয়ে তুলতে
সেই বাঁধানো ঘাটটার চত্বরে,
খাড়াই যার ধাপগুলো
অনেক নিচের নীল জলের ধারায়
এখন নামতে ডরায়।

কি বলবে আমায়
এই ফুরিয়ে-আসা নদী,
এই ভুলে-যাওয়া শহর ?
নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে যেতে চাও, যাও,
ভেদ করো পরমাণুর রহস্যপুরীর রুদ্ধদ্বার

BANGLADARSHAN.COM

তবু দূর আর নিকটের দুই অনন্ত,
যদি না মেলে
হৃদয়ের সেতুবন্ধনে,
বিস্ময়ের বর্ণালীতে
নশ্বরতা না হয় বিচ্ছুরিত,
কঙ্কাল-সাক্ষীই হয়ে থাকবে শুধু
আমাদের মত
বিলুপ্তির উদাসীন মরু প্রান্তে।

BANGLADARSHAN.COM

অকীর্তিত

নাই হ'ল কীর্তিধ্বজা
শূন্যে আস্ফালিত।

সন্ধ্যার আকাশ থেকে
তুমি আমি রোজ
একটু করে ধোঁয়া আর
এক ছিটে কালি যদি মুছি,
প্রিয় নদীগুলি থেকে
তুলি নিত্য কিছু পঙ্ক
কিছু বা জঞ্জাল,
আর যদি চোখ থেকে
পবিত্র কান্নায়
ঘৃণা আর হিংসার কণিকা
ধুয়ে ফেলি কখনো কখনো,
তা হলেই পৃথিবীতে কোনো জন্ম বিফল হবে না,
কোনো মৃত্যু অনিশ্চিৎ
আতঙ্কে প্রস্থান।

অকীর্তিত এ ব্রত কে নেবে ?
শুধু কি যৌবন ?

শিথিল হোক না পেশী
নিঃশ্বাসের বুক সঙ্কুচিত
পায়ে পায়ে বাধা দিক পথ,
তবুও হৃদয় যার
সকালের শপথে সজীব
তাকেও হয়তো পাবে
নামহীন এ দীন মিছিলে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়

চোপসানো,
কোঁচকানো
বাঁকানো
তিনটে বুড়োকে আমি দেখেছি
পার্কের বেঞ্চিতে
মুখোমুখি বসে ঝিমোতে,
রাস্তার বাতি জ্বলে ওঠার আগে
আকাশের ধোঁয়াটে বিষণ্ণতায়।

তিনটে বুড়োর আলাপ আমি শুনেছি,
–বাঁধানো দাঁতের কি ফোকলা মুখের
আলগা ফসকে যাওয়া কথা।
জীবনকে এরাও ভেবেছিল, কষে ফেলেছে !
আশ্বিনের নরম সোনালী একটা সকাল,
কখনো ফাল্গুনের হাওয়ায় মাতানো কটা রাত
কিংবা শ্রাবণের
রিমঝিম কোনো আবেশের অবসর
পুরানো বইএর ভাঁজে ভাঁজে রাখা
শুকনো বিবর্ণ পাপড়ির মত
এদের স্মৃতি থেকে গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ে,
আমি জানি।
সময় তাই হাসাহাসি করে
তিনটে বুড়োকে নিয়ে।
তা করুক।
দামটুকু শুধু দিক
জীবনকে কষতে চাওয়ার সাহস
আর শাস্তির।

BANGLADARSHAN.COM

কলম

ভয় করে না কবিতা লিখতে বসতে ?
কলমটা হঠাৎ অবুঝ বিদ্রোহে
বল্লম হতে চায় কি,
–যে বল্লম নিবিড় কালিমায় জমাট
ছদ্মরাত্রির হৃদয় বিদ্ধ ক'রে
ফিনকি দিয়ে আলোর ফোয়ারা ছোটাবে ?

বেশ তো পারা যায় থাকতে,
নিজের মাঝেই মগ্ন
পিচ্ছিল আত্মরতির বিকারে,
নির্বীর্য জরার বেহায়া বিলাপও যাতে
সাজানো শব্দের কারিকুরিতে ভরিয়ে
মাসিকে সাপ্তাহিকে লেপা যায়।
ভারী ভারী কেতাব লেখা হবে কত
তার কালোয়াতি নিয়ে,
নাক উঁচিয়ে ফিরবে কর্তাভজা নকলনবিসেরা
নিজেদের নীরক্ত মেকী নৈকষ্যের
অসার গোষ্ঠীগর্বে।

বেয়াড়া এই কলমটা
পাথরের দেওয়ালেও মিথ্যে মাথা কুটে
তবু কি তুলতে চায় সেই স্ফুলিঙ্গ,
যা সুপ্ত বারুদ খুঁজে ফিরবে
আপামরের বুকে
আগামী বিস্ফোরণের আশায় ?

BANGLADARSHAN.COM

শপথ

মনে করো দেখেছ কোথায়
পৃথিবীর দগ্‌দগে ক্ষত,
ঊরুতে, নাভিতে, বুকে,
উৎপাটিত চোখের কোটরে।

উন্মাদ গ্যাংস্টার এসে
পাশব তাণ্ডবে,
পবিত্র প্রসূতি মাটি
হত্যা করে পীড়নে, ধর্ষণে।

ক্ষমা নেই এ পাপের।

মনে রেখো, মনে রেখো
ভুলো না শপথ
সাক্ষী যার মহাকাল
সাক্ষী মানবতা,
–চামড়ার রং নয়,
শ্বেত কৃষ্ণ পীত
হৃদয়ের কালো রক্ত যেখানে যত না,
নিংড়ে ফেলে দিতে হবে
শেষ বিন্দু
হিংসাজীবী দানব দম্ভের।

BANGLADARSHAN.COM

চক্রান্ত

আমিই শাসন,
আমিই বিদ্রোহ।
শিরায় শোণিতে মজ্জায় অস্থিতে
নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াচ্ছি বয়ে
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে।

এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায়
বাঁধন আর ছুটির ঠোকাঠুকিতে।
দৃষ্টির গহনে আমার
এই চক্রান্ত-ই লেপে দেয় তার ছোপ।

সে ছোপ মুছতে পারলে
পৌঁছোতাম বুঝি
এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে !

কে চায় ধাঁধার উত্তর ?

BANGLADARSHAN.COM

বিস্ফোরণ

কমজোর বিজ্‌লীর বাতি
বাড়ন্ত বিদ্যুতে।
ম্যাড়মেড়ে আলোয়
রুগ্ন মেঘলা অন্ধকার
বিষণ্ণ পাণ্ডুর,
নোংরা রাস্তা কাদায় প্যাচপেচে।

কোথাও মানুষ নেই।
অগুণতি সত্তার পিণ্ড
চটকে মেখে শশব্যস্ত কাল
ফুট্‌পাতে ট্রামে ও বাসে
লেপ্‌টে কিংবা ঠেসে দিয়ে নাড়ে।

অত ঘন ঘেঁসাঘেঁসি
ঠাসবুনুনি জনে জনে—তাই
পরস্পর কি দুস্তর দূর !

হঠাৎ আঁৎকানো হাঁক,
বোমা ! বোমা !
এক সাথে শাসন বিদ্রোহ
ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাস।

সময় ! সময় !
কত বিস্ফোরণ চাই
এ প্রাণের পরিসর একটু বাড়াবার ?

BANGLADARSHAN.COM

দু পিঠে

সব মেঘ সরে যায়
সব বৃষ্টি একদিন থামে।
প্রচণ্ড দিনের দাহ
ভুলিয়ে দিতে অনিবার্য গাঢ় রাত্রি নামে।

জীবন তা বলে শুধু
এই নিত্য দোল-খাওয়া
ছন্দ মাত্র নয়।
নদীর মতন শুধু
কোন দু'টি তীরে বাঁধা
বয় না সময়।

যা দেখি যা জানি তার নিচে
প্রাণের খোদাই চলে
মহামুক্তি মন্ত্র খোঁজা
সংগোপন সত্তামূল বীজে।

জানি তাই গভীর গহনে
সময় প্রবাহ নয় শুধু।
আলো ছায়া দুঃখ সুখ
হৃদয়ের মেরু আর মরু–
শুধু অনুভূতি নয়
জীবনের লাভ আর ক্ষতির হিসাবে।
এক পিঠে এ সত্তার সময় বাহিত
উদয়াস্ত ইতিহাস চলে,
অন্য পিঠে খুঁজে ফিরি
নিজেকেই নিজের অতলে।

BANGLADARSHAN.COM

এ শহর

অযোধ্যা হস্তিনা নয়,
—সময়ের অতিদূর মহিমার আভা
স্মরণে দিগন্তে সঞ্চিত।

যতদূর খুঁড়ে যাও
এ শহরে এক খণ্ড শিলাও পাবে না।
শুধু পাললিক পুঁজি অগাধ অতল,
আদি অরণ্যও যাতে সমাধিস্থ হয়নি কখনো।

এই ত সেদিন সবে
লুব্ধ শঠ বণিকের নায়ে
এ শহর কর্দমাক্ত
নেমেছিল মৃত্যুকীর্ণ জলায় বাদায়।

BANGLADARSHAN.COM

না তুলুক অভ্রভেদী মিনার গম্বুজ,
ইতিহাসে ঝলকিত গরিমার স্তূপ,
সদ্য দুই শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
এ শহর প্রাণ-বেগে অস্থির উদ্দাম,
নিত্য-আলোড়িত
তুলেছে অনেক স্বপ্ন ঊর্ধ্ব মহাকাশে
মর্মরের চেয়ে শুভ্র শুদ্ধ
মানুষের প্রেম আর আশা দিয়ে গাঁথা।
সেই স্বপ্ন বিচূর্ণ সহসা ?
কোথা যেন আর্তনাদ যন্ত্রণা-জর্জর
রক্তে ভাসে মাটি !
বিস্ফোরণে প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল কাঁপে।

এ কি মহাসমাপ্তি-সঙ্কেত
কিংবা জীর্ণ যুগান্ত-ঘোষণা ?

ছাপ

মন থেকে ময়লা ছাপ ঘসে তোলার
কোনো রবার নেই,
হৃদয় থেকে বেয়াড়া ছোপ মুছে দেওয়ার
কোনো চুনকাম।

দগদগে ঘাগুলোর রগরগে রং
সময় একটু ফিকে করে দেয় শুধু
ঢাকা দেয় মরা চামড়ার কিণাঙ্কে।
কিন্তু প্রতিদিনের
আপাততুচ্ছ গ্লানি আর যন্ত্রণাগুলো
রক্তের মধ্যেই লুকিয়ে ফেরে
ঘুমন্ত জীবাণুর মত
কখন হঠাৎ বিরস রসনায়
জীবনের স্বাদ বিষিয়ে দিতে,
কিংবা আচমকা জ্বলে উঠতে
সংক্রামক বিস্ফোরণে।

ভুলতে চাই, তবু পারি কই,
বড়বাজারের ঠেলায় রিকশায়
লরীতে মোটরে ঠাসা
পাঁওদলে কিলবিল সেই বুকচাপা গলিটা,
নোংরা রুগ্ন কামুকতার চেয়ে
বীভৎস এক লুব্ধতা
পান জরদার উগ্র সুবাস ছড়িয়ে
ফিনফিনে আদ্দির উদ্ধত শুভ্রতায়
নির্লজ্জভাবে যেখানে আস্ফালিত,
আর ভয়ে সিটোনো
অঝোর কান্নায় ঝাপসা চোখে
একটা চেনা মুখ খুঁজে-না-পাওয়া
এক রত্তি সেই দুটো বেওয়ারিশ মেয়েকে,

BANGLADARSHAN.COM

হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে
দুনিয়ার জমজমাট উনিশশো আটষট্টি
অকাতরে যাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষণিকা

চিরকালের কবিতা
যারা লিখতে চায় লিখুক,
আমায় লিখতে দাও
হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবার,
মুহূর্তের পরমায়ু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা।

সজ্ঞানে আমার সে কবিতা
সেতু হতে চায় না
কাল থেকে কালান্তরে,
স্মৃতির যাদুঘরে অক্ষয় হ'তে
শ্রদ্ধার মোড়কে।
সময়ের ক্ষীণায়ু বুদ্বুদ হওয়াই তার সাধ,
এই ক্ষণকালের হৃদ্‌স্পন্দন,
আর এই মুহূর্তের স্ফূলিঙ্গ,
বিক্ষুব্ধ হুঙ্কার আর উৎক্ষিপ্ত বজ্রমুষ্টি
প্রতিফলিত প্রতিধ্বনিত করেই
সে যাক্ ফুরিয়ে।

ইতিহাস যা ভুলে যায়,
সাহিত্যের রাজকোষে যা জমা পড়ে না,
সেই অগণনের একটি কণার কবিতা আমার
আজকের মিছিলের পতাকা বয়েই
বিস্মৃতির পাথারে বিলীন হোক।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট মানুষ

ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
জালিম যত জুলুমবাজের
জবর জবাব রক্তি মানুষ,
সাবাস ভাই !
আজ সবাই
কালা, ধলা হলুদ মানুষ,
ছোট্ট এবং মস্ত মানুষ,
সাচ্চা এবং জ্যান্ত মানুষ,
ভাগ করে নিই তোমার বালাই।

পরমাণু পোষ মানিয়ে
ধরা সরা দেখছে কে ?
আরো প্রলয়-ঠাসা কিছু
নেই কি আদ্যিকাল থেকে ?

BANGLADARSHAN.COM

সৃষ্টি ধসায়,
সূর্য খসায়
মহাকালের ফেরায় হুঁস,
সব অসুরের ত্রাস জাগানো
কি সে ? কে সে ?
এই মানুষ !

সবার ওপর সেই যে ভয়াল
চরম পরম বিস্ফোরক,
ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
সব মানুষই তার মোড়ক।

ছোট্ট মানুষ আপনি জ্বলে
জ্বালাও তুমি ছেষট্টি সাল।
সেই আলোতেই পড়ুক ওরা
ঝলসে ওঠা কালের দেয়াল।

রোদ

হঠাৎ আকাশ উপছে
এ রোদ্দুরে যেন গড়িয়ে পড়ল
আমার শহরের ওপর
স্নিগ্ধ সুরার মত।
মধুর মৃদু তাপে
মেঘগুলো যাচ্ছে গলে।
মন-মরা বাতাস, আর
রুগ্ন ঝিমোনো রাস্তাগুলোকে চাঙ্গা করে,
এ শহরের শিরা উপশিরায়
ছড়িয়ে যাচ্ছে রোদটা
খুশির নেশা ধরিয়ে।

দেখছি, চিলটা বসেছে
সামনের বাড়ির চিল-কোঠার মাথায়
রোজ যেমন বসে তার উন্নাসিক একাকিত্বে।
আজ যেন তার আত্মনিমগ্নতায়
ক্ষুধা, কাম, হিংসা, সব কিছু ছাড়ানো
এক সুদূর নির্লিপ্ত প্রশান্তি।
শহর মাতানো এই রোদ
হয়ত তার যথার্থ দাম পেয়েছে
চিলটার ওই অর্ধনিমীলিত চোখে।

সে দাম দেবার ক্ষমতা আমার নেই।
ও ঘরে রেডিও বাজছে।
আকাশে দূষিত করা
বইছে শব্দের পয়োনালী।
এ ঘরে আমার হাতে
খবরের কাগজ।
দম্ভ আর দীনতা, হিংসা আর লালসার
জালে জড়ানো

BANGLADARSHAN.COM

মূঢ় জর্জর মানুষের
সত্য মিথ্যায় ঝাপসা
নীরব আর্তনাদ আর আস্ফালন।

চিল না হ'তে পারি,
এ সব ছাড়িয়ে
ছাদে ছাদে উদ্দাম ছেলেগুলোর
ওড়ানো ঘুড়ির মত
নীলাকাশের এই সোনালী উৎসবে
যদি নিজেকে ভাসাতে পারতাম নিরুদ্বেগে !

কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে আঁটা
ছেঁড়া খোঁড়া এই ইস্তাহার গুলোকে
চোখ সরাতে দেয় কই !

BANGLADARSHAN.COM

উনিশ শো সত্তর

একটা পা আছে
পেট ফাটা বাসের পা-দানিতে
আর একটা তে-শূন্যে।
একটা হাত ধরেছে
তেলা ময়লা চটা ওঠা হাতল
আর একটা হাতড়াচ্ছে।

একটা চোখ আছে
রাস্তার মিছিলে
আর একটা কোথায় ?
আমরা সব মূর্তিমান দ্বিধা
নড়ছি চড়ছি সময়ের খাম খেয়ালে।

উনিশ শ' সত্তর
আমাদের খেতে দেয় নি
শুতে কি জিরোতে।

মনের জানলা কবাট বন্ধ করে
কে হতে চায় মৌনী
নিজের মোক্ষে ধ্যানস্থ ?
পারবে কি ?

তুফান উঠবে-ই তা কি জানে না ?
কে ঠেকাবে দুরন্ত সব ভাবনার, ধারণার ঝাপটা,
সব আগম নিগম ঘুচিয়ে
ভিতটাই যা দেবে উলটিয়ে !

BANGLADARSHAN.COM

নদীর নিকটে

নদীর নিকটে থাকব,
নদী যদি ভ্রষ্টা হয়, তবু।

পণ্য নিয়ে পারাপার,
চলুক না বাঁধাঘাটে লাভের বেসাতি,
তবু ছল ছল জল
তীক্ষ্ণ সব তারাদের দ্যুতির নিক্কণে মোহাবেশে
কখনো নিঃসঙ্গ রাতে
হৃদয়ের কূলে বাজবে নাকি ?

পৃথিবীতে বহু আগে
আমাদের শৈশবের ভোরে
কোনো এক সন্ধ্যাভাষা নিয়ে বুঝি
বয়েছে নদীরা।

BANGLADARSHAN.COM

পিতৃপুরুষেরা সব সেই ভাষা শিখেই মোহিত
গাঢ় মৌন প্রত্নপলি বুকে টেনে নিয়েছে বিদায়।

উচ্চারণ শেষ হলে
সময়ের স্রোত থেকে ইচ্ছাসুখে সরে যেতে হয়,
নদীদের দীক্ষা শুধু তাই।

আমার এ নগরের গভীর হৃদয়ে,
আজও সেই সর্বনাশা নদীর মন্ত্রণা
শুনব বলে কান পেতে থাকি।
যাদের বনেদ পাকা,
বাঁধ বেঁধে পাড় গেঁথে গেঁথে
ভাবে তারা নদী বুঝি
চিরকাল থাকবে নালা হয়ে !

তারা ত’ জানে না
সব নগরের সাধ আপনাকে নদীতে হারানো।
সিদ্ধি তাই !

লেনিন

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেল,
–দেহের নিরিখে কেউ,
চেতনার, মেধা ও মতির
হৃদয়ের।

সব মাপ তবু যেন
হিসাব মেলাতে শেষে
হয় উপহাস।
জীবনকে স্বপ্নময় কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সুচতুর শৃঙ্খলের
ঝনৎকার লুকোন যায় না।

উদ্ধার শুনেছি ঢের।
ভাগবত পরম-করুণা
পাপী তাপী পতিতেরে
ত্রাণ করে পবিত্র ধারায়।

সে স্বর্গীয় সমাধান নয়।
একজন একান্ত পার্থিব
সকলের সাথী হয়ে শুধু
পাশে পাশে হেঁটে চলে গেল
দুস্তর দুর্গমে।

সবিস্ময়ে নিজেরি পা ফেলে
মানুষ হঠাৎ জানে
মাপ তার আকাশ-ছাড়ানো
সত্যব্রত দুঃসাহসে
প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়ে।
শোষণ পীড়ন শূন্য
ভয়-গ্লানি-মুক্ত ভাবী দিন

BANGLADARSHAN.COM

স্পন্দিত আরেক নামে

লেনিন ! লেনিন !

BANGLADARSHAN.COM

ম্যাক্সিম গর্কি-কে নিবেদিত

অজানা সমুদ্র নয় নয় মহাদেশ,
নদী, গিরি, অরণ্য প্রান্তর ;
ভিন্ন এক নিরুদ্দেশ দুর্গমতা রহস্যগহন
তোমাকে টেনেছে দুর্ণিবার।
তুমি ছিলে সমর্পিত ক্লান্তিহীন আরেক সন্ধানে।

নির্জনে ও জনতায়
দুঃখ ও মৃত্যুর সাথে
তুমি শুধু হেঁটে হেঁটে ঘুরে সমুৎসুক
আবিষ্কার করে গেছ
কিমাশ্চর্য মানুষের মুখ।
নিরালোক বুকে তার গভীর কন্দরে,
কোনখানে জ্বলে কিনা
অনির্বাণ দিব্য কোন প্রত্যয়ের দ্যুতি,
খুঁজে গেছ তাই।
বিষণ্ণ করুণ
সহোদর বিধাতার গাঢ় মমতায়
তারপর রেখে দিয়ে গেছ কটি
হৃদয়ের প্রদীপ্ত সংকেত,
আগামীকালের পানে
প্রার্থনা ও প্রতোদের মত।
তিক্ত শুধু তুমি ছদ্মনামে।
তোমার লেখনীমুখে
বিশাল উদার এক মহামানবতা
বিগলিত ধারা হয়ে
জীবনের মানচিত্র আদিগন্ত স্নিগ্ধ করে নামে।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু নানক

তুষার মৌলি হিমালয়ের অভ্রংলিহ মহাশিখর দেখে
কি মুগ্ধ বিহ্বল ?
ধ্যান গাম্ভীর্যে তার চেয়ে উত্তুঙ্গ মহিমা দেখেছি
মানুষের মধ্যে।
মহাসমুদ্রের অসীম অতলতা কি স্তব্ধ করে
নির্বাক বিস্ময়ে ?
মানুষের মধ্যে পেয়েছি তার চেয়ে উত্তাল দিগন্ত বিস্তৃতি।
মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য কি চোখ ধাঁধায় দারুণ দীপ্তিতে ?
তার চেয়ে জ্যোতির্ময় সত্তা দেখেছি মানুষেরই মধ্যে,
দেখেছি, হিমবাহ-গলিত মন্দাকিণী ধারার চেয়ে
নির্মল পবিত্র প্রবাহ,
অনন্ত নীলাকাশের চেয়ে
প্রসন্ন উদার প্রশান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

সেই আশ্চর্য সব মানুষেরা
এই আমাদের ভারতবর্ষের মৃত্তিকাই ধন্য করেছেন।
আজ তাঁদের এক পরম জনকে
বিক্ষুব্ধ এ শতাব্দীর প্রণতি জানাই।
অধ্যাত্ম সাধনা বীর্যবন্ত হয়েছে যাঁর প্রেরণায়
সত্যানুসন্ধানের সঙ্গে সাহসিকতা মিশেছে
আমাদের জীবন-ব্রতে
ধর্মাচরণকে সমস্ত অন্ধ সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে
অখণ্ড মানবতার সাধনায় যিনি নিয়োজিত করেছেন,
শুধু এক সম্প্রদায়েরই নয়
সমগ্র ভারতের অমৃত পন্থার দিশারী
সেই গুরু নানককে জানাই
সমস্ত দেশবাসীর প্রণতি।

সে মানুষ

(রম্যাঁ রলাঁ-কে মনে রেখে)

দিব্যদ্যুতি লিখি বটে অভ্যাসের মসৃণ কলমে,
বুঝি না কেমন বস্তু।
মর্ত্যের দীপ্তিই বরং দেখেছি অবাক চোখে চেয়ে
কতবার মানুষের মাঝে
—যে মানুষ অকপট
আপনাকে জীবনের গূঢ়তম শোকে সুখে ধুয়ে
মেজে ঘষে হিমে তাপে আলো অন্ধকারে
হয় স্বচ্ছ পরিস্রুত স্ফটিকের মত।
সত্তার বিস্ময়দ্যুতি তারই চোখে সদাবিচ্ছুরিত।

আমাদের ইতিহাসে
সে মানুষ যে নির্জনে যেখানেই হেঁটে চলে যাক,
পদপাতে প্রতিধ্বনি অগণন শতাব্দী কাঁপায়।

BANGLADARSHAN.COM

কান্না

সমস্ত যন্ত্রণা বুঝি
স্তব্ধ করে রাখা যায়
অসাড় স্নায়ুতে,
মোছা যায় সমস্ত বিষাদ
স্মৃতির গাহনে কিংবা শ্রুতির প্রত্যয়ে।

শুধু এক কান্না গভীরের
কিছুতেই হয় না নীরব।

ধ্বনি তার সূক্ষ্ম সূচীমুখ
ভেদ করে যবনিকা
সপ্তস্তর মায়ার, মোহের
নিত্য করে সব বাঁচা
বিক্ষত জর্জর।

BANGLADARSHAN.COM

সে কান্না, কিসের ? কেন ?
এই টুকু জানি
হৃদয়ের সে রোদন
নয় কোনো কামনার
দেহাতীত অথবা পার্থিব
সিদ্ধি কিংবা পরম মোক্ষের
সে কান্না সাত্ত্বনাহীন ধ্রুব অবিরাম
নিজেকে দেখার আয়না
সব বুঝি ভাঙা বলে শুধু।

নিরালা

সে সব স্তব্ধতা আমি
এসেছি সুদূর যত শতাব্দীতে ফেলে।
ধাবমান ইতিহাসে
সেই সব শতাব্দীও ছিল কল্লোলিত,
হামুরাবি, তথাগত, অশোক বা
কখনো তৈমুরে
আবর্তিত উদ্বেল সময়।

তখনই হুঙ্কার ছিল কণ্ঠে মানুষের
ছিল দৃপ্ত অট্টহাসি।
তবু সব উচ্চারণ ঘিরে
কি নীরব অকূল বিস্তৃতি !

BANGLADARSHAN.COM

সমুদ্র, বাতাস আর
নদী কিংবা মেঘ ছাড়া কেউ
সেদিন উত্তাল কণ্ঠ
তোলেনি এ হৃদয়ের গাঢ় মগ্নতায়।
তারপর লোভের ইজারা
একে একে গ্রাস করে' সব পরিসর
সমস্ত দিগন্ত ঢাকে
সান্নিধ্যের কপট উৎসাহে।

কাকে যেন কানে কানে
আর তা হবে না বলা।
পৃথিবীতে আজ শুধু শূন্যে ও হাওয়ায়,
—না, না, বজ্রনাদ নয়,
নয় জন-প্লাবনের রোল,
শুধুই দুঃসহ দক্ষ
সমতল জ্যামিতিক স্বরে
খবর ! খবর !

এ পৃথিবী প্রেম নয়, বিমুগ্ধ বিস্ময়,
নয় আর বুক-চেরা রক্তাক্ত জিজ্ঞাসা।
শুধু রুগ্ন কৌতূহল,
স্পন্দহীন চেতনায় সাড়-তোলা
মাদকের কশা।
অবিরাম নিরর্থক খবর ! খবর !
ধ্বনির এ শবস্তূপে
মিছে খুঁজে ফিরি সেই
হৃদয়ের দুর্গম নিরালা।

BANGLADARSHAN.COM

গোপন

একটি গোপন কথা
পৃথিবী নিজের মনে রাখে সঙ্গোপনে।
কখনো একান্তে শুধু বুঝি
নিজেই তা চুপি শোনে !

সে কথা শুনতে কেউ
তুহিন নিষেধ ঠেলে
উত্তঙ্গ শিখর সব খোঁজে।
কেউ পিপাসার শেষ
দেখতে চায় অন্তহীন জ্বলন্ত বালিতে।
শূন্যে কেউ পাড়ি দেয়,
কেউ নামে আপনারই অতল গহনে।

BANGLADARSHAN.COM

সে গোপন কথা কেউ
কে জানে শুনেছে কি না কোথাও কখনো !
প্রপঞ্চের চাবি
হয়ত খোঁজা-ই ভুল।

তবু আমি কান পেতে থাকি,
দুর্গম নির্জনে নয়,
মানুষেরই জনতার মাঝে,
অতি পরিচিত এই সংসারের তীরে,
যত অবোধের মুখে,—এর, ওর, তার।
হয়ত সহসা
সেখানেই শেষ সত্য শুনব উচ্চারিত !

রঙিন তারিখ

হে মহাজীবন,
আমি বন কাটলাম, কি
ধোঁয়াটে কুয়াশায় আকাশ ঢাকতে !
রাস্তা বাঁধলাম
পৌঁছোতে এই পাটোয়ারদের অমরায় !
সভা ডাকলাম,
সমবায় গড়লাম
শুধু সদস্য হয়ে সম্মতির হাত তুলতে,
আর ভালবাসলাম
বিবাহ-বার্ষিকীর ঘটা করব বলে ?

কোথায় আমার নিরাবরণ হবার
সে ভয়ঙ্কর নির্জনতা ?
বুকে বুক দিয়ে নিষ্পেষণের
দুঃসহ সব মুহূর্ত থাকবে
নির্বীজ নিশ্চিন্ততায় ঘড়ির কাঁটায় গোণা ?

BANGLADARSHAN.COM

পরিপাটী ছাপানো বাঁধানো
ঝকঝকে মলাটে ঢাকা
আমাদের জীবন হোক
রসালো রোজনামচার রসদ,
—এই'ত আমাদের প্রার্থনা !

অরণ্য প্রান্তর যাতে উন্মনা উদ্দাম,
পৃথিবীর গহন হৃদয়ের
সেই সহসা রক্তিম উন্মোচনের
মত্ত বিহ্বলতা নয়,
জমিয়ে রাখা জীর্ণ পুরানো বেশে
আমাদের রঙিন হবার তারিখ তাই
খুঁজতে হয় পঞ্জিকার পাতায়।

সোনার জলে লিখলে
কথার দাম যাদের কাছে বাড়ে,
আর পীনোন্নত যৌবন মসৃণ মখমলে হয় মহার্ঘ্য,
পরপুরুষের ঘ্রাণ-মাখা নারী
আর উৎকোচের উচ্ছিষ্ট নিয়ে
পরমসুখে যারা কূজনমুখর,
তাদের সঙ্গে হোলি খেলতে
চাও ত যাও।

BANGLADARSHAN.COM

নিরুদ্দেশ

সকলের সামনে দিয়ে
কাউকেই না জানিয়ে তবু
এই এক নিরুদ্দেশে এসে বসা যায়।

পাহাড়ের গুপ্ত গুহা নয়,
নয় কোন দুর্গম শিখর
কিংবা ধূ ধূ মরু-ঘেরা
নিঃসঙ্গতা অসীম ধূসর।

এ এক আসন ঠিক
আপনারই উল্টোদিকে পাতা হয়ে আছে।

মেলো ! মেলো !–চেঁচায় মাইক !
মিলব ঠিকই।
একলা হওয়া সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

BANGLADARSHAN.COM

তবু একটু ফাঁক চাই।
মিলতে হবে বলেই মাঝখানে,
এক ফালি বন্ধ্যা মাঠ
কিছুই যা ফলায় না
শুধুমাত্র আকাশের মালিকানা মেনে।

নদী ও যদি

নদীর সঙ্গে একটা মিল ত' যদি।
ধ্বনিটুকুর বাইরে আর খাটে না।
ভবিতব্য স্বপ্নলোকের কাছে
একটি কড়াও রাখতে কি চায় দেনা !

যত-ই কেন এ কূল ও কূল ভাসাক
ক্ষ্যাপা ঝড়ের রাতে,
বন্যা বেগেও নদীর দাপট বাঁধা
অঙ্ককষা খাতে।

মুক্তি আমার যদি-র মধ্যে তাই
যদি-র শূন্যে ছড়াই অলীক পাখা।
আষ্টেপৃষ্ঠে আইন-বাঁধা প্রাণ
এই যদি-তেই বিদ্রোহী বলাকা।

BANGLADARSHAN.COM

ন’উই আশ্বিন

আজ আবার রোদ উঠল একটু সোনালী
শুক্রবার, ন’উই আশ্বিন,
এলোমেলো হাওয়ায় শীতের
আল্‌তো ছোঁয়া আছে কিংবা নেই।
রাস্তায় মানুষ জন যেন কোন আশ্বাসে উজ্জ্বল।

ইতিহাস ভূগোলের
প্রতিচ্ছেদ-বিন্দু আমি এক
হাওয়া আর এ রোদের রং
আমাকেও না ছুপিয়ে ছাড়ে !

কবে ফের কালো কালো
মেঘ তুলবে ঈশান নৈর্ঋত,
কবে যে মিছিল ভাঙবে
দপ্তরের পাথুরে দেয়ালে,
কিছুই ভুলিনা
তবু
মুহূর্ত কয়েক
বৃত্ত-ই অমোঘ মেনে
এ বিশ্বের নীতি ও নিয়তি,
কেদারায় শরীর এলাই।

কেটে গিয়ে দুর্যোগের
তিনটে ভেজা সপ্‌সপে্‌ দিন,
রোদ উঠল শুক্রবার ন’উই আশ্বিন।

BANGLADARSHAN.COM

তবু

ওরাও কূপ খনন করেছে,
রোপণ করেছে তরুবীথি সময়ের প্রান্তরে।
তৃষ্ণার্ত পাবে জল,
পরিশ্রান্ত পাবে ছায়া,
হয়তো ক্ষুন্নিবৃত্তির ফলও।

তবু কেন বহ্নিময় এক ঘূর্ণি
উন্মত্ত হয়ে ওঠে থেকে থেকে
ইতিহাসের দিগন্ত ভুলিয়ে ?

কোনো কূপই মানুষের হৃদয়ের মতো
গভীর নয় বলে কি ?
কোনো মহীরুহই মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে
নিশ্চিন্ত নিরাপদ নয় বলে ?

BANGLADARSHAN.COM

টবে ক্যাক্টসের মত

টবে ক্যাক্টসের মত,
দুঃখের কয়েকটি চারা অলিন্দে মনের
সাজিয়ে রাখি নিজেকে শেখাতে
পৃথিবীতে কোনো সুখ
আঁখিজলে না ধুলে বাঁচে না,
সব চেয়ে স্নিগ্ধ আলো
মেঘ-ভাঙা রোদে চুইয়ে পড়ে।

টবে ক্যাক্টসের মত,
ছোট ছোট দুঃখগুলি
কিছুই চায় না যেন
যত্ন কিংবা জল,
ধরে না অরণ্য-কায়া
বিনম্র সঙ্কোচে নিত্য শুধু
মৃদু করাঘাতে রাখে
চেতনার নেপথ্য চঞ্চল।

টবে ক্যাক্টসের মত
কিছু ক্ষয়, কিছু ক্ষতি, কিছু বা বঞ্চনা
নাতিস্নেহে হোক না লালিত।
হৃদয় ত তারই স্পর্শে খোলে।
অগ্নিক্ষরা মধ্যাহ্নে কি
ঘনঘটা দুর্যোগের রাতে
এ প্রাণের নিভৃতির
তারাই অলঙ্ঘ্য বেড়া তোলে।

অনুবাদ

আলিগিয়েরি দান্তে

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্গোদ্ভবা

যেখানে এসেছি সেখানে হায়, হ্রস্বদিন আর বিশাল ছায়ার বৃত্তাংশ, আর তৃণভূমি থেকে রং যখন লুপ্ত হয়ে, গিরির সেই শুভ্রতা। আমার বাসনাও তাই বলে তার হরিৎরূপ বদলায় না, রমণীর মত যা কথা বলে ও শোনে সেই কঠিন শিলায় তা এমন বদ্ধমূল।

স্বর্গোদ্ভবা এই রমণী সেইমত ছায়ার মধ্যে তুষারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, কারণ সে তো স্পন্দিত হয় না, যে মধুর কাল গিরিপর্বত তাতিয়ে শুভ্র থেকে সবুজ করে তোলে পুষ্পে গুল্মে সব কিছু আবৃত করবার জন্যে, তার দ্বারা শিলাখণ্ড যেমন হয়, তেমনি করে ছাড়া।

মাথায় যখন তার থাকে তৃণগুল্মের মালিকা, তখন আর সমস্ত নারীকে ছেড়ে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় তার দিকে, কারণ তরঙ্গিত পীত হরিৎ এমন মনোহর ছাঁদে সে মেশায় যে আমাকে যা আবদ্ধ করেছে দুটি ছোট গিরির মধ্যে চুন পাথরকে যত কঠিনভাবে বাঁধে তার চেয়ে সবলে, সেই প্রেম এসে দাঁড়ায় তাদের ছায়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

মণিরত্নের চেয়ে গুণগ্রাম তার রূপলাবণ্যে, যে ক্ষত সে দেয় কোনো ওষধিতে তা সারবার নয়। কারণ গিরিপ্রান্তর পার হয়ে আমি পালিয়েছি এমন নারীকে এড়াবার জন্যে, তবু মৃৎস্তূপ কি প্রাচীর কি হরিৎ পত্রকুঞ্জ তার বিকিরণ থেকে পারে না আমায় ছায়া দিতে।

আমি তাকে হরিৎ বাসে দেখেছি, এমন সে বেশবাস যে তার শুধু ছায়াটুকুর জন্যে আমি যা করি অনুভব সেই প্রেম পাথরের বুকেও তা জাগাতে পারত : তাই সবচেয়ে তুঙ্গ পাহাড় ঘেরা স্নিগ্ধ তৃণপ্রান্তরে আমি তাকে কল্পনা করেছি, নারীর মধ্যে যতখানি প্রেম সম্ভব তাইতে বিভোর।

কিন্তু, যাতে আমি চাইব আজীবন কঠিন শিলায় শুয়ে

কাটাতে, আর কোথায় তার অঙ্গবাসের ছায়া পড়ে তারই
সন্ধানে বিচরণ করতে তৃণাহারে, বরবর্ণিনীদের যেমন হয়,
আমার জন্যে তেমনি এই নধর সবুজ তরুদেহে আগুন ধরবার
আগে নদীরাই ফিরে যাবে পর্বতশিখরে।

যখনই পর্বতেরা গাঢ় গভীর কালো ছায়া ফেলে, এই তরুণী
রমণী হারিয়ে যায় স্নিগ্ধ সবুজের মধ্যে মানুষ যেমন রত্ন লুকিয়ে
রাখে ঘাসের মধ্যে তেমনি করে।

আলিগিয়েরি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) মধ্য যুগের বিশ্ববন্দিত ইতালীয়ান কবি।

BANGLADARSHAN.COM

উইলিয়মস কার্লস উইলিয়ম

পানসীগুলো

সেই সাগরে যোঝে
ডাঙায় খানিক ঘিরে যাকে
সেই প্রচণ্ড আঘাত থেকে বাঁচায়
শাসনবিহীন মহাসাগর খেয়াল মাফিক যে ঘা-য়
কারিগরীর সাধ্য সীমার
বিশালতম হালকে পীড়ন করে
ডোবায় দয়াহীন।

কুজ্ঝটিকায় ‘মথ’-এর মত
মেঘ-বিমুক্ত দিনের তীক্ষ্ণ আলোয় ঝলমল
ফুলে ওঠা চওড়া পালে
পিছলে চলে তারা
ধারালো সব গলুই দিয়ে কেটে সবুজ জল।
মাঝি মাল্লা যত
নড়ে বেড়ায় পিঁপড়ে যেন
তদারকীর নানান দায়ে
বেঁধে খুলে এটা ওটা
মুখ ঘোরাতে পানসীগুলো যখন বিষম হেলে,
আবার পালে বাতাস পেয়ে লক্ষ্য ধরে ছোটে।

খোলাজলের সুরক্ষিত খেলার ক্ষেত্রে যখন
মোসাহেবের মত যত পিছু পিছু বড় ছোট ধুমসো চপল না-এর
বহর নিয়ে
পানসীগুলো চলে,
যৌবনেরই মূর্তি মনে হয়
বিরল যেন আনন্দিত চোখের মধুর দ্যুতি,
মনের মধ্যে যা কিছু সব
নিষ্কলঙ্ক মুক্ত কাম্য পরম
তারই যেন জীবন্ত সৌষ্ঠব।

BANGLADARSHAN.COM

এবার সাগর ক্ষুব্ধ হয়ে আঘাত করে’ প্রত্যঙ্গে মসৃণ
তুচ্ছতম খুঁত ধরতে চায়। হয়না সফল,
বাচের পাল্লা বন্ধ আজকে। আবার বাতাস ওঠে অতঃপর।
পানসীগুলো দৌড় সুরুর মওকা নিতে এগোয়।
নিশান পড়ে। পানসীগুলো ছাড়ে।
ঢেউগুলো সব দিচ্ছে বাধা। পানসীগুলো যথেষ্ট মজবুত,
পাল খাটিয়েও আঘাত এড়িয়ে চলে।
উদ্যত সব লুব্ধ বাহু পানসীগুলো আঁকড়ে ধরতে চায়
সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়া দেহগুলো কেটে যেন দুখান হয়ে যায়।
চারিধারে যন্ত্রণা জর্জর হতাশ সুখের সাগর যেন
সমস্ত মন শিউরে তোলা এই পাল্লার বিভীষিকা বোঝায়।
সমুদ্র হয় হারিয়ে যাওয়া জলজ দেহের জটিলতার স্তূপ
ধরে রাখতে পারে না যা তারই ব্যর্থ বাহক।
হার-মানা সব চূর্ণ হতাশ ঢেউ
মৃত্যু থেকে বাড়ায় বাহু রক্ষা পেতে কাতর আর্তনাদে,
বৃথাই বৃথাই।
তাদের বিলাপ তরঙ্গিত হয়ে বাজতে থাকে
নিপুণ যত পানসীগুলো ভেসে যাবার পরও।

BANGLADARSHAN.COM

উইলিয়ম কার্লস উইলিয়ম

হাসি খুশি উইলিয়ম

হাসি খুশি উইলিয়ম
চুমড়ে নিয়ে নভেম্বরের গোঁফজোড়া
আধেক পোষাক পরা গায়ে
শোবার ঘরের জানলা থেকে
চেয়ে দেখল বসন্ত কাল বাইরে।

হে-ইয়া বলে জানিয়ে নিজের খুশি
বাইরে ঝুঁকে
এদিক ওদিক দেখল রাস্তাটাকে,
কিছু কিছু নীলচে ছায়ার পারে
কড়া রৌদ্র যেথায় পড়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

আবার ঘরে সরিয়ে এনে মাথা
নিজের মনেই শান্ত ভাবে
হেসে উঠল সে
সবুজ সবুজ গোঁফজোড়া তার চুমড়ে।

উইলিয়ম কার্লস উইলিয়ম (১৮৮৩-১৯৬৩) দিক্‌পাল মার্কিন কবি। নিজস্ব আধুনিক ধারার প্রবর্তক।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি

আসর

নেশায় যারা বুঁদ
সবাই তারা বসল। হঠাৎ...
ওরা গেক কোথায় ?
সেই দুজন ?

উধাও
ওখানে নেই !

হাওয়ায় কি নিয়ে গেল তাদের উড়িয়ে
জমাট স্ফূর্তির মাথায়, ফেলে রেখে
এক জোড়া শূন্য চেয়ার,
দুটো ছুরি যেখানে পড়ে ?

BANGLADARSHAN.COM

এই ত তারা চুমুক দিচ্ছিল সুরায়।
ছিল এইখানেই। পলক না ফেলতে
হাওয়ায় মিলিয়ে হ'ল চোখের আড়াল
সেই দুজন।

কাদাজল ভেঙে তারা গিয়েছে ছুটে–
পারো ত' তাদের ধরো !–
পারের ডিঙি তারা দিয়েছে পুড়িয়ে।
চুলোয় যাক সহবৎ আর বর্ষাতি !

এমনি করে মিলোয় পেয়ালার ঝংকার
আঙুলের বাজনা যখন থামে,
এমনি করে নদী ছোটে তার খাতে
কিংবা আকাশে মেঘ।

যৌবন এমনি করে হেলায় করে তুচ্ছ
জরা আর তার আঁচলের গেরো।

এমনি করে বসন্তে
নবাঙ্কুর আসে বেরিয়ে।

আসর জমেছে দারুণ,
কিন্তু এই দুজনের সাহস
আর খালি চেয়ারগুলোর পিঠ
বিস্ময়ে করে নির্বাক।

এ যুগের তরুণ রুশ কবি।

BANGLADARSHAN.COM

আসিপ ম্যাণ্ডেরস্ট্যাম

চারটি কবিতা

এই যে দেহ,
আর মাটির কাছে যা কিছু আমার দেনা,
সব মাটিতেই ফিরে যাক্ আমি চাই না,
চাই না আমি ময়দা-সাদা একটা প্রজাপতি হ'তে।

কত ভাবনায় আঁচড়কাটা আর ঝলসানো
এই যে আমার দেহ
তা যেন রাস্তা হয়, হয় মাঠ–
মেরুদণ্ডের হাড় ছিল তার মধ্যে
নিজের সীমা তা জানত।

হাওয়ায় আর্ত-রোল-তোলা
পাইনের গাঢ় সবুজ সব পত্রশলাকা
দেখাচ্ছে যেন জলে ভাসানো শেষকৃত্যের মালা...
আমাদের জীবনের আনন্দ আর সাধনা
কেমন ধুইয়ে দিয়েছিল বার করে !
ক্রীতদাস মাল্লার মত যখন বসে থাকতাম
হাড়ভাঙা হয়রানির বেঞ্চিগুলোয়–
সবুজ পাইন-শাখার পশ্চাৎপটে
বিছানো সব দেহ,
বাচ্চাদের রঙীন অ আ ক খ-এর মত
লাল নিশান জড়ানো।

শেষ বাহিনীর বন্ধুরা ওই আগুয়ান,
কথা নেই মুখে,
কাঁধে তাদের শুধু বন্দুকের বিস্ময়-চিহ্ন।
ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে হাজারো কামান
বাদামী চোখ, নীল চোখ, এলোমেলো পা ফেলা
–মানুষ, মানুষ মানুষ !

BANGLADARSHAN.COM

কে যাবে ওদের পরে ?

২

তুমি আর আমি হেঁসেলে খানিক বসব।
গন্ধটা মিষ্টি সাদা কেরাসিনের।

ধারালো ছুরিটা, একটা পাঁউরুটি।
তেলের স্টোভটা পাম্প করো না কেন কষে ?

কটা দড়ির টুকরো যোগাড় করে'
ভোরের আগেই চুবড়িটা নিতে পারো বেঁধে,

তারপর পালিয়ে যাব রেলস্টেশনে,
কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

৩

না, আমি লুকোব না এই আপদ থেকে
মস্‌কোর কোচোয়ানের পিঠের পেছনে ;
আমি ঝুলছি ভয়ঙ্কর সময়ের গায়ে
—একটা চলন্ত 'বাস।'
কেন যে বাঁচি তা জানি না।

তুমি আর আমি যাব অ আ মার্কা সড়কে,
আর দেখব কে মরে আগে—
ওই মস্‌কো, সে ভয়ে কাতর চড়ুইএর মত
কোথাও থাকে কুঁকড়ে,
কোথাও আবার ফোলে
ফাঁপানো কেকের মত।

রাস্তার বাঁক ঘুরে
শাসাবার সময়টুকু শুধু তার আছে।
যা খুশি তোমার করো, আমি ডরাই না—
কার দস্তানার মধ্যে তাপ আছে
লাগাম ধরবার মত,

BANGLADARSHAN.COM

আর ঘুরে বেড়াবার মত
মস্‌কোর বীথিবর্ত্মের সব ফিতে ধরে ?

৪

তোমার ওই ছোট্ট কাঁধের ওপরই সব ভার :
বিবেকের ওই অপাঙ্গ দৃষ্টি,
আমাদের বিপদ-ডাকা বন্য সরলতা–
ডুবে-যাওয়া নদীর মত ভাষা আমার স্তব্ধ।
ডানা চমকায়, লাল ফুল্‌কো নড়ে পাখার মত,
অবাক মুখগুলো নীরব কাতর আক্ষেপে বৃত্তায়িত,
মাছের ডানা ইতস্ততঃ ছড়ানো।
নাও এসব, খাওয়াও তাদের
আধ সেঁকা রুটির মত তোমার শরীর।

কিন্তু আমরা ত' কাঁচের গোলকে সাঁতার-কাটা
সোনালী মাছ নই, যে
বুদ্বুদ ছাড়ব শৈবালের ধারে অভিসারে।
আমাদের শরীরে উষ্ণ রক্তের তাপ,
ইচ্ছাস্থির মত আমাদের পাঁজরার সব হাড়,
চোখের তারায় দৃপ্ত সজল ঝিলিক।
তোমার ভুরুর বিপদ-ভরা প্রান্তরে
আমি তুলে ফিরছি আফিমের ফুল,
মাছের ফুলকোর মত কাঁপানো
তোমার ছোট্ট দুটি ঠোঁট আমি ভালবাসি,
তুর্কী সেপাই যেমন বাসে তার ছোট্ট বাঁকা চাঁদের ফালি।

প্রাণের তুর্কী মেয়ে
রাগ করো না আমার ওপর,
আমাদের দুজনকে শক্ত ছালায় পুরে বেঁধে
কৃষ্ণসমুদ্রে দেওয়া হবে ফেলে।
আমি নিজেই তা করব,
তোমার কথা, সেই কথার কালো জলের ধারা
পান করতে করতে–

BANGLADARSHAN.COM

মরতেই যাদের হবে,
তাদের সান্ত্বনা দাও মারিয়া।
মৃত্যুকে তাড়াতে হবে ভয় দেখিয়ে,
পাড়াতে হবে ঘুম।
সমুদ্রের কিনারে খাড়া চূড়োয় আমি দাঁড়িয়ে।
সরো আমার কাছ থেকে
দূরে গিয়ে দাঁড়াও—আর এক মিনিট।

আপিস ম্যাণ্ডেরস্ট্যাম—আধুনিক রুশ কবি। বন্দী অবস্থায় সাইবেরিয়ায় মারা যান।

BANGLADARSHAN.COM

ইয়ে তিং

বন্দীর গান

মানুষের দরজায় শক্ত তালা,
খোলা শুধু কুকুরের গর্ত।
হাঁক শুনছি,–
‘বুকে হেঁটে বার হলে পাবে আজাদি !’
আজাদি আমি চাই,
কিন্তু এইটুকু শুধু জানি যে,
মানুষের কুকুরের মত হামা দিতে নেই।

আছি সেই দিনের আশায়,
পাতালের আগুন যেদিন
উঠবে মাটি ফাটিয়ে,
এই জ্যান্ত কফন-এর সঙ্গে
আমায় পোড়াতে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি জানি
সেই জলন্ত শিখায়,
সেই ঝলসানো রক্তে-ই
আমি পৌঁছাব অমরতায়।

ইয়ে তিং–১৯২৫-২৭ এর মহাবিপ্লবের অংশীদার আধুনিক চীনা কবি।